পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)'র কারিগরি কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: এ কে এম ফজলুল হক, সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
সভার স্থান	: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সভা কক্ষ
তারিখ ও সময়	: ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার, বেলা ৩:০০ ঘটিকা।
বিষয়	: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)'র কারিগরি কমিটির ৬ষ্ঠ সভা।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'

২.০ প্রেক্ষাপটঃ

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যগণ পরিচিতি পর্বে অংশ নেন। অতঃপর সভাপতি ওয়ারপো'র কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, ওয়ারপোকে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। শুরুতেই কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১১ অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ারপো'র একটি কারিগরি কমিটি রয়েছে যার চেয়ারম্যান পরিকল্পনা কমিশন এর কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর সম্মানিত সদস্য মহোদয়। এই কারিগরি কমিটির মূল দায়িত্ব হল পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সমস্যা নিরসনে সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা। উক্ত কারিগরি কমিটির ৫ম সভা বিগত ২৭ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ওয়ারপো'র সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কারিগরি কমিটির ৬ষ্ঠ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

৩.০ আলোচনাঃ

৩.১ সভায় বিগত ২৭ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ওয়ারপো'র কারিগরি কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনরুপ সংশোধন বা সংযোজন/বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৫ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

৩.২ সভায় ওয়ারপো'র কারিগরি কমিটির ৫ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। দেখা যায় যে, কারিগরি কমিটির ৫ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। এসময় সভাপতি কারিগরি কমিটির ৫ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা ।

৩.৩ সভায় ওয়ারপো'তে গ্রাউন্ড ওয়াটার গর্ভনেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক আলোচনা হয়। কমিটির সদস্য-সচিব সকলকে অবহিত করেন যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনিবার্যভাবে দেশের পানি সম্পদের গুণগত মান ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বিভিন্ন পানি ব্যবহারকারীগণের মধ্যকার বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নিরসন, টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা এবং পানি সম্পদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নিমিত্তে ওয়াটার গর্ভনেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ সমন্বিত পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ ভূগর্ভস্থ পানির যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। ভূগর্ভস্থ পানি হল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান এবং এর শাসনব্যবস্থা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) এর অংশ। ওয়ারপো বাংলাদেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার (IWRM)

জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শীর্ষ সরকারি সংস্থা। তাই ওয়ারপোতে একটি ওয়াটার গভর্নেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বাস্তবায়নকে সমর্থন করবে। এসময়ে সভাপতি বলেন যে, ওয়ারপো ওয়াটার গর্ভনেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে শুধু ওয়াটার গর্ভনেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ঠ নয়। ওয়াটার গর্ভনেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক এই উদ্যোগকে টেকসই করার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হতে হবে।

৩.৪ ওয়ারপো'র মহাপরিচালক ও কমিটির সদস্য -সচিব সকলকে অবহিত করেন যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা "Research on River Bank Erosion Dynamics using Numerical Modelling and Deep Learning Techniques" শীর্ষক একটি যৌথ গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। গবেষণা প্রকল্পটির মাধ্যমে বিগত ৩০ বছরের স্যাটেলাইট ইমেজ Deep Learning Techniques ও গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে স্যাটেলাইট ইমেজগুলো বিশ্লেষণ করত: যমুনা নদীর হাইড্রো-ডায়নামিক প্যাটার্ন নির্ণয় করা হয়েছে এবং যমুনা নদীর ভাঙ্গন Predict করতে সক্ষম একটি 'Erosion Prediction Tool' প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, এ পর্যায়ে সমাপ্ত প্রকল্পটির সফলতার ধারাবাহিকতায় উক্ত গবেষণা প্রকল্পের আলোকে একটি বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করে ভাঙ্গন প্রবণ নদীগুলোর ভাঙ্গনের পূর্ভাবাস দেওয়া এবং ওয়ারপোতে একটি Erosion Prediction Centre স্থাপন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনাব এ, কে, এম, তাহমিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বলেন যে, ভাঙ্গনপ্রবণ নদীতে নতুন কোনো Intervention দেওয়া হলে তার তথ্য যথাযথভাবে মডেলে ইনপুট দিতে হবে। এছাড়া Deep Learning Techniques এর পাশাপাশি যথোপযুক্ত Mathematical Modelling ব্যবহার করতে হবে। তাহলে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বাস্তবসম্মত হবে বলে তিনি মনে করেন। তার এই মতামতকে সভাপতি যথার্থ বলে অভিহিত করেন এবং Numerical Modelling and Deep Learning Techniques ব্যবহার করে River Bank Erosion Prediction এর উদ্দেশ্যে ওয়ারপোকে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রকল্প দলিলে প্রকল্পের প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটিতে জনাব এ, কে, এম, তাহমিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কে অন্তর্ভূক্ত করার পরামর্শ দেন।

৩.৫ ওয়ারপোর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) হালনাগাদ করার জন্য ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (NWRP) শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে প্রকল্প প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে। প্রকল্পটি গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত ছিল। তবে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত না থাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় বিগত ০৭-০৩-২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উক্ত প্রকল্পের পিইসি সভা পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিচালক আরো জানান যে, গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রনালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, যেহেতু প্রকল্পটি নতুন করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে, সেজন্য পুনরায় প্রকল্পের পিইসি সভা করার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। তবে, যদি পুনরায় পিইসি সভা না করে অনুমোদনের কোন বিধান থাকে তাহলে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।

৩.৬ মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১৩টি জেলায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা, গুনগতমান এবং ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপন করার লক্ষ্যে ওয়ারপো কর্তৃক "বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১৩ টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণ"শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব গত ০১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার পর মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটি গত ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রনালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) বরাদ্দহীন অনুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির পিইসি সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া যাবে । এ সময় ড. নাজমুন নাহার করিম, সদস্য পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বলেন যে,অনেক সময় প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ডাটা সংগ্রহের কাজ যথাযথভাবে করা হয় না। তিনি ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প সমাপ্তির পরেও ডাটা সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

৩.৭ মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় দক্ষিণ-পশ্চিম হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১৩ টি জেলায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কার্যকর প্রয়োগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন মোকাবেলা ও মিঠা পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্যে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও গুণগত মান নিরুপণ করে অ্যাকুইফার ম্যাপিং প্রণয়ন করা, সুপেয় পানির উৎস চিহ্নিত করা এবং ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের গুনগতমান ও নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণ করে পানি সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো কর্তৃক "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ও মিঠা পানির প্রাপ্যতার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩টি জেলায় ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ এবং গাণিতিক মডেল সমীক্ষা" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা করে প্রকল্প প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৮ মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাপতিকে অবহিত করেন যে, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)তে ওয়ারপো'র প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করলে ওয়ারপো কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প ছাড়পত্রের শর্তসমূহ প্রতিপালনসহ পানি আইন,২০১৩ ও পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসৃত নীতি প্রয়োগে অবদান রাখতে পারবে। এ বিষয়ে সভাপতি ওয়ারপো কর্তৃক পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ছাড়পত্রের শর্তাবলীতে "প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)"তে ওয়ারপো প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে" শর্তটি উল্লেখ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন ।

৪.০ সিদ্ধান্তসমূহঃ

৪.১ ওয়ারপো ওয়াটার গর্ভনেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং পাশাপাশি ওয়াটার গর্ভনেন্স সেন্টারকে টেকসই করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৪.২ ওয়ারপোতে Erosion Prediction Centre স্থাপনসহ Numerical Modelling and Deep Learning Techniques ব্যবহার করে River Bank Erosion Prediction এর উদ্দেশ্যে ওয়ারপো একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৪.৩ জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (NWRP) শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদনের জন্য পুনরায় পিইসি সভা প্রয়োজন হলে পিইসি সভা করা হবে। পুনরায় পিইসি সভা না করে যদি অনুমোদনের কোন বিধান থাকে তাহলে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৪ "বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের ১৩ টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণ" শীর্ষক প্রকল্পটির পিইসি সভা দ্রুত সময়ের মধ্যে আয়োজনের জন্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৫ "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ও মিঠা পানির প্রাপ্যতার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩টি জেলায় ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ এবং গাণিতিক মডেল সমীক্ষা" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পটির পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা দ্রুত সময়ের মধ্যে করে পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপিটি প্রেরণ করার জন্য ওয়ারপো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৬ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ওয়ারপো'র প্রকল্প ছাড়পত্রের শর্তাবলীতে "প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) তে ওয়ারপো'র প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে" শর্তটি উল্লেখ করে দিতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ কে এম ফজলুল হক)
সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
ও
চেয়ারম্যান, ওয়ারপো কারিগরী কমিটি
20/2/2028